খণ্ড ২, সংখ্যা ২
Vol. 2, No. 2

ভাবনগর
BHABNAGAR

অক্টোবর ২০১৫
April 2015

কাহ্নুপা ও সহরপার সাধনসংগীত : দোহাকোষ ও চর্যাপদ

সাকার মুস্তাফা

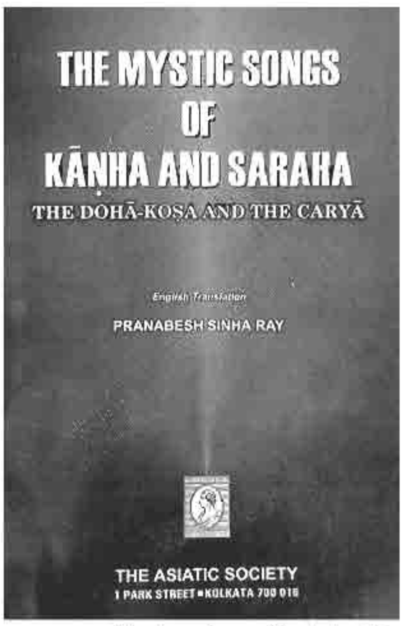

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক ফরাসি ভাষায় রচিত
অভিসন্দর্ভের ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

The Mystic songs of Kanha and Saraha : The Doha-Kosa and the Charya

Sakar Mustafa

Book Review

Abstract

Abstract : In the history of Bengali language and literature Professor Dr Muhammad Shahidullah was one of the pioneers. He translated The Mystic Songs of Kanha and Saraha (Les Chants Mystiques de Kanna et Saraha, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1928). This work was done in French language as a part of his D. Litt. thesis, and submitted to University of Paris. This thesis has two parts. The great importance of this work lies in its luminous interpretation of the religious ideas exposed in the Doha-kosa and briefing on Kanha and Saraha, a detail discussion of phonology, grammar and prosody. The second part contains the Dohas of Kanha and Saraha with Tibetan version, translation, vocabulary and philological notes. Even after a century, this great work had no Bengali version. Pranabesh Sinha Ray, for the first time translated this work into English language in 2007 and the Asiatic Society of Kolkata published it. This article follows the English version.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের প্রাচীন একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তা সম্পাদিত আকারে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান* ও *দোহা* নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশনাটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ ও গবেষণার ধারাকে আমূল বদলে দেয়।

চর্যাপদের প্রাচীনত্ব, ভাষার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ পরিচয়, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মরীতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের গবেষণা ও বির্তক সৃষ্টি হয়। সে সকল বির্তকের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছিল একটি প্রধান প্রশ্ন, আর হলো–চর্যাপদের ভাষা আসলেই বাংলা কী-না? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে বিস্তর গবেষণায় ব্যাপৃত হন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত। এই পণ্ডিতদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদিকে দক্ষিণ এশীয় ভাষার পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে চর্যাপদের ভাষার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনা করেন *The Origin and Development of the Bengali Language.* যা ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বৃহদায়তনে (১১৭৯ পৃষ্ঠা) দুই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সুনীতিকুমার স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত চর্যাপদ তথা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পুথিধৃত পদগুলিতে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন মিলছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সমসাময়িক কালে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফরাসি ভাষায় কাহ্নপাদ ও সহরপাদের দোহাকোষ বিষয়ে ফরাসি ভাষায় *Les Chants Mystiques de Kanna et de Saraha* শিরোনামে ডি.লিট থিসিস রচনা করেন। যা ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের Adrien-Maisonneuve থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে কাহ্ন ও সরহ-র প্রাপ্ত চর্যাপদ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

চর্যাপদ গবেষণার এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে The Calcutta Oriental Journal-এ "Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryapadas" এবং ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Bepartment of Letters, Vol. XXX-এ "Materials for a Critical Edition of

চর্যাপদের প্রথম আবিষ্কারক ও সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

the Old Bengali Caryapadas" ইত্যাদি গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর গবেষণায় চর্যাপদের চিত্রকলা, বিভিন্ন রূপক শব্দের ব্যাখ্যা এবং তিব্বতি পাঠ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের ২৩ সংখ্যক পদের শেষ ৪ চরণ এবং ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক পদের অনুবাদ সংকলিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদের প্রথম সন্ধান পান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী পরে সমগ্র অনুবাদ কার্ডিয়ারের ক্যাটালগ থেকে সংগ্রহ করেন। চর্যা-গবেষণার এই ধারাবাহিক কর্মের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ Dacca University Studies, Vol. IV, No. II (January 1940)-এ "Buddhist Mystic Songs" প্রকাশ করেন, যা ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মূলত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের আধুনিক বাংলা রূপান্তর এবং ইংরেজি অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংকলন করেন। তবে, চর্যাপদ, বৌদ্ধ সাধন-সংগীত ও সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র মৌলিক সংযোজন হচ্ছে–ডি.লিট ডিগ্রির জন্য ফরাসি ভাষায় রচিত তাঁর *Les Chants Mystiques de Kanna et de Saraha* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ।

দুই

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র ফরাসি ভাষায় লেখা ডি.লিট অভিসন্দর্ভটি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ করেছে। মূল ফরাসি থেকে গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন থেকে প্রণবেশ সিনহা রায়। তাঁর অনুবাদে গ্রন্থটির নাম

রাখা হয়েছে–The Mystic songs of Kanna and Saraha : *The Doha-Kosa and the Carya*। উল্লেখ্য, প্যারিস থেকে প্রকাশিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র ফরাসি ভাষার গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন ফরাসি পণ্ডিত জুলেস ব্লচ (Jules Bloch)।

ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে ভূমিকা ও চারটি অধ্যায়। এরমধ্যে ভূমিকায় গ্রন্থটির সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে। অধ্যায়সমূহের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে দোহাকোষের ধর্মমতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দোহাকারদের পরিচয় আর ইতিহাস-কিংবদন্তীর তুল্যমূল্য বিচার, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে দোহার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণ পর্যালোচনা এবং ছন্দ ও ছন্দ বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনা রয়েছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে–কাহ্নপাদের দোহার তিব্বতি পাঠ, অনুবাদ এবং টীকা-টিপ্পনী, সরহপাদের দোহার তিব্বতি পাঠ, অনুবাদ এবং টীকা-টিপ্পনী মুদ্রিত হয়েছে। পরিশিষ্টে কাহ্ন ও সরহের দোহার তিব্বতি-সংস্কৃতি-অপভ্রংশ শব্দের রূপতাত্ত্বিক পরিচয় আর তাঁদের চর্যাপদসমূহ ও অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

শাস্ত্রীর সংকলনে চারটি পুথি ছিল–চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, ডাকার্ণব, দোহাকোষ ও একটি টীকাগ্রন্থ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র অভিসন্দর্ভে জায়গা পেয়েছে কাহ্ন ও সরহের দোহাকোষ এবং তাদের রচিত চর্যাপদসমূহ। তিনি ভূমিকাতেই শাস্ত্রীর এমন অবদানের জন্যে সমগ্র ভারতবাসীর যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তা স্বীকার করেছেন। এরপরেই তিনি কীভাবে টেক্সট নির্বাচন-নির্ধারণ করেছেন তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত শাস্ত্রীর সংকলনকেই অনুসরণ করেছেন। দোহা ও চর্যার পুনর্নির্মাণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ নিম্নোক্ত টেক্সট ও পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

১. *সুভাষিত সমগ্র* ও সি. বেন্ডেলের অন্যান্য টেকস্টের সাথে চর্যাপদ-টীকাগ্রন্থের তুলনামূলক পাঠ।

২. মূল টেকস্টের সংস্কৃত টীকা।

৩. তিব্বতি অনুবাদ।

৪. ছন্দ বিচার।

৫. ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষেণ।

৬. সাধারণ সমালোচনারীতি অনুসরণ।

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহের প্রয়োগের সময় তিনি বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন টেকস্টের প্রত্নভৌগোলিক (palaeographic) পরিবেশের প্রতি। একই সঙ্গে তিনি কোন বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছেন অথবা পাঠে-উচ্চারণে বিভিন্নতা লক্ষ করেছেন, তার বিস্তৃত আলাপ করেছেন।

প্রথম অংশ প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম *দোহাকোষের ধর্মমত*। এ অধ্যায়ে দোহার ভাষা

TEXTES POUR L'ÉTUDE DU BOUDDHISME TARDIF

LES
CHANTS MYSTIQUES

de KĀṆHA et de SARAHA

LES DOHĀ-KOṢA

(en apabhraṃśa, avec les versions tibétaines)

ET

LES CARYĀ

(en vieux-bengali)

avec introduction, vocabulaires et notes

édités et traduits

PAR

M. SHAHIDULLAH, M. A. (Cal.)

Docteur de l'Université de Paris,
Diplômé de l'Institut de Phonétique, Paris.
Maître de Conférences à l'Université de Dacca, Bengale.

ADRIEN-MAISONNEUVE
5, Rue de Tournon, 5
PARIS VI
—
1928

ফরাসি ভাষায় রচিত *Les Chants Mystiques de Kanna et de Saraha* শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দোহার ধর্মমতের পরিচয় দিয়েছেন শহীদুল্লাহ্‌। কাহ্ন ও সরহের দোহার ভাষাকে বলা হচ্ছে *তান্ত্রিক অপভাষা* বা *সন্ধ্যাভাষা* ; যাকে শাস্ত্রী বলেছেন *আলোআঁধারি ভাষা*। এই ভাষার মধ্যেই দোহার ধর্মমত লুকিয়ে আছে বলেই লেখক মনে করেন। কেমন ছিল এই সন্ধ্যাভাষা? অথবা এই ভাষার মধ্যে কীভাবে লুকিয়ে থাকে ধর্মকথা? এ প্রসঙ্গে লেখক অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন; যেখানে একটি শব্দ কীভাবে একাধিক অর্থকে ধারণ করে আছে, যার একদিকে আছে বাহ্যিক অর্থ, অন্যদিকে আছে তান্ত্রিক বা গুহ্য অর্থ। যেমন : পদ্ম = লোটাস = ভগ, কমল; বজ্র = বিদ্যুতচমক = লিঙ্গ; রবি = সূর্য = নারীর রজঃ, পিঙ্গলা, ডান নাসারন্ধ্র; শশী = চন্দ্র = শুক্রানু, ইড়া, বাম নাসারন্ধ্র; ললনা = নারী, ইড়া; রসনা = জিহ্‌বা; পিঙ্গলা ইত্যাদি শব্দের মধ্যেই নিহিত দোহার ধর্মমত। বস্তুত, দোহা বা চর্যার প্রতিটি শব্দের মধ্যে রয়েছে এমন বহুবিধ অর্থ; যার একদিকে আছে নিরেট কবিতা, অন্যদিকে আছে কোনো গোপন কথা বা ধর্মসাধনতত্ত্ব। বিশ্লেষিত দোহার ধর্মমত বৌদ্ধধর্মদর্শন থেকে গৃহীত। তবে সেন বা পাল বংশের আধিপত্যে অথবা মুসলমান রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি; বরং হিন্দু ধর্মের অনেক অনুশাসনকে আত্মস্থ করে এক সহজতর রূপ পরিগ্রহ করে । এ কারণে হিন্দু যোগসাধনা ও দোহার যোগসাধনার মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। এই সহজসিদ্ধিই দোহার ধর্মমত বলে শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন।

প্রথম অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *দোহাকোষের লেখকবৃন্দ*। দোহাকোষে দুজনের নাম রয়েছে। একজন কাহ্ন, অন্য জন সরহ। সংস্কৃত টীকাকার কাহ্নের সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন কৃষ্ণাচার্য বা কৃষ্ণবজ্র। অবশ্য আচার্য বা বজ্র উপাধিপ্রসুত শব্দ। তিব্বতি সংস্করণে বলা হয়েছে কৃষ্ণবজ্রপাদ। টীকাকার তারানাথ দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। একজন গুরু, অন্যজন শিষ্য। শহীদুল্লাহ্‌ প্রথম জনকেই দোহার কাহ্ন বলেছেন; যাকে বাংলা নাথসাহিত্যে কানু পা। কানু পা'কে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে জনপ্রিয় কিংবদন্তী রয়েছে তার বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক।

দোহাকার সরহ ছাড়া চর্যাপদেও সরহের নাম পাওয়া যায়। রচনাগুলোর মূল বিষয় প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও সরহের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের সরহের পাশাপাশি অন্য আরো বিখ্যাত সরহের নাম জানা যায়। এঁদের একজন চুরাশি সিদ্ধর সরহ। তারানাথ মনে করেন সরহ দুজন ব্যক্তি। একজন সরহ ওরফে রাহুল ভদ্র আরজন, সরহ ওরফে শবরি। শহীদুল্লাহ্‌ তারানাথের মতকে গ্রহণ করেন নি। তিনি যুক্তি-প্রমাণসহ বলবার চেষ্টা করেছেন চুরাশি মহাসিদ্ধের মধ্যে যে সরহ, সেই সরহই মূলত দোহাকোষের রচয়িতা।

দোহাকোষের ধ্বনি বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ অধ্যায়ে ড. শহীদুল্লাহ্‌ দোহার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকরণগত দিকের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধ্বনি বিজ্ঞান অংশে দোহার স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তি, উচ্চারণের স্থান-পদ্ধতি, সাদৃশ্য প্রভৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ব্যাকরণ অংশে বচন, লিঙ্গ, বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুজ্ঞা নিয়ে আলোচনা

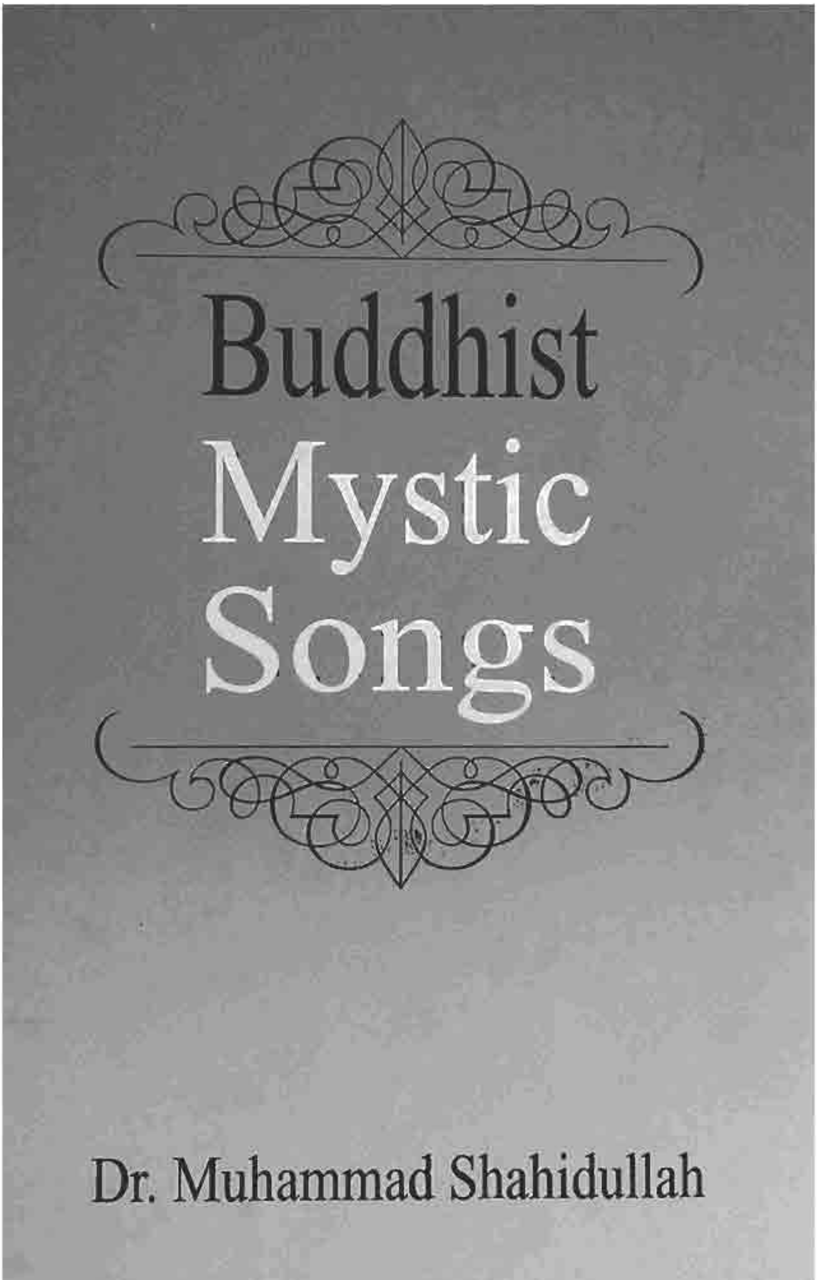

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

করেছেন। এছাড়া শব্দভা-ার, বাগ্‌ধারা, বাগ্‌বিধির বিশ্লেষণ শেষে লেখক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, দোহাকোষের ভাষা মূলত পূর্ব-অপভ্রংশ; তিব্বতিরা যাকে বলেছেন বৌদ্ধ অপভ্রংশ।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম *দোহাকোষের ছন্দ ও ছন্দ প্রকরণ*। এ অংশে লেখক দোহার ছন্দের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

১. দোহাগুলোর অধিকাংশের শেষে *এ*, ও আছে; যা অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করে। যেমন : *বেশে-কেশে, নে-যে, আগে-পাছে, দূরে-ঘওে, কো-সো-জো*।

২. কিছু শব্দের শেষে আনুনাসিকতার জন্য স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। কখনো মাঝেও এমন হয়। যেমন : *কাহিঁ, পাঁকা*।

৩. দ্বিস্বরের পূর্বের স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন : *কাহ্ন, বহিট্টা*।

৪. কিছু শব্দের শেষে স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন : *করহ, ধন্য, কায়া*।

৫. সাধারণত শব্দের শেষে স্বর সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন : *শশী, বেনারশি, বিলাসিনী* ইত্যাদি।

এছাড়া ছন্দ বিভাজন, যতি চিহ্নের প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অংশের প্রথম ভাগে কাহ্ন পার ৩২ টি তিব্বতি পদ উপস্থাপিত হয়েছে। এরপরেই আছে অনুবাদ এবং টীকা-টিপ্পনী।

নমুনা : লোহা গাবা সামুব্বাহি হও পরমার্থে পাবি না

কড়িহা মাঝে একু যাই হয় নীরাঞ্জন-লীনা। (কাহ্ন, দোহা-১)

পরিশিষ্ট-১ এ আছে কাহ্নের দোহায় ব্যবহৃত অপভ্রংশ, সংস্কৃত, তিব্বতি শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি নির্দেশ, রূপতাত্ত্বিক পরিচয়। পরিশিষ্ট-২ এ আছে কাহ্ন পার ১২ টি চর্যাপদ এবং তার অনুবাদ-টীকা-ব্যাখ্যা।

নমুনা : আলিয়েঁ কালিয়ে বাঁট রুন্ধিলা

তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা। (কাহ্ন, চর্যা-৭)

দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় ভাগে আছে সরহের ১১৪ টি পদের তিব্বতি সংস্করণ, অনুবাদ এবং টীকা-টিপ্পনী।

নমুনা : আখি নিবেসি আসন বান্ধি
কাহ্নেহি খুশা খুশাই জান ধান্ধি।
রাড়ি মুড়ি আঁন বি বেশে
[দীক্ষা দেই] দক্ষিণা উবেশে। (সরহ, দোহা-৫)

পরিশিষ্ট-৩ এ আছে সরহের দোহায় ব্যবহৃত অপভ্রংশ, সংস্কৃত, তিব্বতি শব্দের পরিচয় আর ধ্বনিতাত্ত্বিক-রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। পরিশিষ্ট-৪ এ প্রদান করা হয়েছে সরহের ৪ টি চর্যাপদ, অনুবাদ এবং তার টীকা-টিপ্পনী।

নমুনা : যে সচারাচার তিয়াস ভামন্তি
তে অজরামর কিম্পি না হন্তি।
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভন্তি আচিন্তা সো ধাম। (সরহ, চর্যা-২২)

দ্য মিস্টিক সঙ্গস অব কাহ্ন অ্যান্ড সরহ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের একটি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অনস্বীকার্য বাঙালির ইতিহাস নির্মাণের প্রেক্ষাপট হিসেবে। বিশেষত, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের যথাযথ পাঠের জন্য এ বইটি না পড়লে সে পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; এ কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। পরিতাপের বিষয়, এ বইটির আজও কোনো বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি।